মেহেরপুরে সাদিক ই-বাইক গ্যালারির শুভ উদ্বোধন

বিভিন্ন রকমের স্কিটো মোটরসাইকেল সাইকেল বিভিন্ন ছোট ছেলেদের প্রাইভেট কার পেতে মেহেরপুরে সাদিক ই-বাইক গ্যালারির শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ (১৫ জুলাই) বিকেলে সাড়ে ৫ টার দিকে মেহেরপুর শহরের প্রধান সড়ক কাঁশারী বাজার এলাকায় মনা জুয়েলার্সের আরো একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ফিতা কেটে সাদিক ই বাইক গ্যালারি শুভ উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মনা জুয়েলার্সের স্বত্বাধিকারী মোস্তাফিজুর রহমান মনা। এ সময় ফিতা কেটে সাদিক ই বাইক গ্যালারির উদ্বোধন করেন হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান।

এছাড়াও হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল শিমন, সিনিয়র সহ-সভাপতি ও জুয়েলারি সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ মোমিন, নির্বাহী সদস্য রাশেদ খান, মোঃ আসাদুল ইসলাম খোকন, মোঃ সাইদুল ইসলাম শাকিব,সাদিক প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

পরে সেখানে সাদিক ই-বাইক গ্যালারির সাফল্য কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আলমডাঙ্গায় দোকানীকে হাত-পা বেধে দোকান ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় জমি কেন্দ্রিক পূর্বশত্রুতার জের ধরে গভীর রাতে দোকান ব্যবসায়ীর হাত-পা বেধে দোকান ঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের

অভিযোগ উঠেছে।

আজ রোববার দিবাগত রাত ২ টার দিকে পৌর এলাকার রেল ফোকট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দোকান ঘর মালিক মানোয়ারুল ইসলাম টুটুল আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

অভিযুক্তরা হলেন- গোবিন্দপুর নতুন বাস স্ট্যান্ড এলাকার মৃত মফিজ উদ্দীনের ছেলে মুকুল হাজী (৫২), আবু বক্করের ছেলে ওসমান আলী (৩৮), মহি উদ্দীন (৫৫), মকবুল হোসেন (৫০) বন্ডবিল এলাকার মৃত আইনুদ্দিনের ছেলে কুদ্দুস আলী (৫০) সহ আরো তিন জনের নাম উল্লেখ করেছেন।

জানাগেছে, পৌর এলাকার স্টেশন পাড়ার মানোয়ারুল ইসলাম টুটুল গত ১০ বছর আগে বাস রেল ফোকট সংলগ্নে ২০১০ সালে ১২ শতক জমি ক্রয় করেন। এ জমি ক্রয় করেন মৃত সদর উদ্দীন গং, রাবেয়া খাতুন ও মকবুল হোসেনের নিকট। ওই জমিতে দুটি পাঁকা দোকানও নির্মাণ করেছেন। এছাড়া একটি বাঁশ টিনে নির্মিত মোটরসাইকেল গ্যারেজ রয়েছে।

অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, মানোয়ারুল প্রতিদিনের ন্যায় রোববার রাত ১০ টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যায়। আমার দোকানের মধ্যে পাশের দোকানদার লিটন রাতে অবস্থান করে। তার হাত-পা বেধে দোকান ভাঙচুর করে। এছাড়া দোকানে থাকা বিভিন্ন মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়।

ভুক্তভোগী লিটন জানান, রাত আনুমানিক ৩ টার দিকে কয়েকজন এসে রামদা ও হাসুয়া ধরে আমার হাত-পা বেধে ফেলে। পরে আমার মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় এবং চিৎকার করতে নিষেধ করে। এসময় দোকান ভাংচুর করে দোকানে থাকা বিভিন্ন মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়।

দোকান মালিক মানোয়ারুল ইসলাম টুটুল বলেন, ঘটনার রাতে মাছ চাষের পুকুরে পানি দেওয়া শেষে বাড়ি ফিরছিল গোবিন্দপুর গ্রামের সজিব। সে লিটনের হাত-পা বাধা দেখে ওই রাতে ফোন দিলে আমি দ্রুত ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করি। এ ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি শেখ গণি মিয়া জানান, দোকান ভাঙচুরের ঘটনা আমার পর্যন্ত আসেনি। অভিযোগ দিলে তদন্ত অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে জেলা ডেকোরেটর, সাউন্ড, লাইট ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন

মেহেরপুরে জেলা ডেকোরেটর, সাউন্ড, লাইট ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এতে মোঃ সানোয়ার হোসেন সভাপতি ও জহিরুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক পদে জয় পেয়েছে।

আজ শনিবার (১৩ জুলাই) সকাল ১০ টা থেকে ১ টা পর্যন্ত মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুরের মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজ প্রাঙ্গণে একটানা ভোটগ্রহণ হয়। মোট ৮৪ ভোট থেকে কাস্ট হয়েছে ৮৩ টি।

এরপর ভোট গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণা করেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আখের আলী।

ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, সভাপতি পদে মোঃ সানোয়ার হোসেন চেয়ার প্রতীক নিয়ে ৫৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দী শাহিনুল ইসলাম ফুল প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ২৭ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ জহিরুল ইসলাম। তার প্রাপ্ত ভোট ৪১। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সাইফুল ইসলাম পেয়েছেন ৫৪ ভোট।

নির্বাচনে ফারুকুজ্জামান লিটন ৪৭ ভোট পেয়ে সহ-সভাপতি, সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে মোঃ হাবিবুর রহমান পুটু ৩৬ ভোট, মোঃ ফিরোজ হোসেন ৪৫ ভোটে সাংগঠনিক সম্পাদক, ক্যাশিয়ার পদে মোঃ জাহিদ হাসান ৩৯ ভোট, দপ্তর সম্পাদক পদে তানিম আহমেদ ৫৭ ভোট এবং প্রচার সম্পাদক পদে মোঃ আতিকুর রহমান ৪৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।

নির্বাহী সদস্য পদে মোঃ সাগর ৫৫, মোঃ শামীম রেজা ৩৩, মোঃ আশিক ইসলাম ৩৯, মোঃ কবির ৩৩ এবং মোঃ খোকন ৫৫ ভোট পেয়ে সদস্য

নির্বাচিত হন।

এসময় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির শফিউদ্দিন, গোলাম মোস্তফা, মোঃ রাশেদ খাঁন, আতিকুর রহমান, বজলুল হক, মোহাম্মদ সাজু প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

ভোটগ্রহণে নিয়োজিত কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সবার নিকট কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

ভূমি জটিলতায় গাংনী পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ কাজ বন্ধ!

ভূমি জটিলতায় মেহেরপুরের গাংনী বাজারে পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ কাজ আবারও বন্ধ হলো। জেলা প্রশাসক মো: শামিম হাসানের নির্দেশে গাংনী ইউএনও এ কাজ বন্ধ করেন। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ভূমি জটিলতা নিরসন না করে গত ১২ জুলাই শুক্রবার পুনরায় কাজ শুরু করেন পৌর মেয়র আহমেদ আলী।

তবে, পৌর কর্তৃপক্ষ বলেছেন হাইকোর্টের আদেশে নির্মাণ কাজ বন্ধের কোনো আদেশ দেননি। ওই রায়ে বলা হয়েছে, দুই মাসের মধ্যে নিস্পত্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে, নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার কোনো আদেশ দেননি হাইকোটের মাননীয় বিচারপতি। হাইকোর্টের এই আদেশের ফলে প্রায় ২ মাস নির্মাণ করা বন্ধ ছিল।

আল ফারুক নামের গাংনী পৌর সভার একজন নাগরিক জায়গার মালিকানা নির্ধারণের দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। যার রিট পিটিশন নং ৫০০৩/২০২৪ ইং। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কেএম কামরুল কাদের এবং বিচারপতি খিজির হায়াতের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ গত ১২ মে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিবকে দরখাস্তখানা দুই মাসের মধ্যে নিস্পত্তির আদেশ দেন। এই আদেশের পর দীর্ঘদিন যাবৎ এই মার্কেটটির নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল।

এদিকে বিষয়টির নিস্পত্তি না হওয়ায় হাইকোর্ট বিভাগের এই আদেশের বলে দরখাস্তকারী মো: আল ফারুক মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পৃথক আবেদন করেছেন।

দরখাস্তকারী আল ফারুক বলেন, হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করে গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী হঠাৎ আজ শুক্রবার সকালে পৌর মার্কেট নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। বিষয়টি জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর আবেদন করা হয়েছে।

নগর উন্নয়ন পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গাংনী পৌর তহহাট ও চালপট্টি সুপার মার্কেটের ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬ কোটি ২৯ লাখ ১৫ হাজার টাকা। চলতি বছরের ১২ই ফেব্রুয়ারী মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ডা. এএসএম নাজমুল হক সাগর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন। ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা।

গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী বলেন, সরকারি কাজে কোন পাবলিক বাধা দিতে পারেন না। তারপরও একজন নাগরিক উচ্চ আদালতে রিট করেছিলেন। আমরা দুই মাস কাজ বন্ধ রেখেছিলাম। দুই মাস পরও মন্ত্রণালয় থেকে কোন চিঠি না আসায় আমরা কাজ শুরু করেছি। কারণ পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ প্রকল্পের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। সময়ের মধ্যে না করতে পারলে প্রকল্পের টাকা ফিরে যাবে। এছাড়া ডিসি ও ইউএনওকে জানিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছি।

প্রকল্পের কনসালটেন্ট প্রকৌশলী একরামুল হক বলেন, গাংনী পৌরসভার সুপার মার্কেট নির্মাণ প্রকল্পের ভূমি জটিলতা থাকায় বিষয়টি হেড অফিসে জানিয়েছিলাম। অদ্যবধি হেড অফিস আমাকে কাজ শুরু করার বিষয়ে কিছু জানায়নি। কাজ শুরু হলে সেখানে আমাদের প্রকল্পেরর লোকজনের থাকার কথা ছিলো, এ বিষয়ে আমরা কোন নির্দেশনা পাইনি।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শামীম হাসান বলেন, গাংনী পৌরসভা যে জমিতে প্রকল্প গ্রহণ করেছে ওই জমি সরকারি খাস খতিয়ানের জমি। ওই জমিতে পৌরসভা মার্কেট নির্মাণ করতে পারে না। আমি ইতোমধ্যে গাংনীর ইউএনওকে কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছি। তিনি আরও বলেন, গাংনী পৌর মেয়র আমাকে কাজের বিষয়ে কিছু বলেননি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা বলেন, ডিসি স্যারের নির্দেশে ওই কাজ বন্ধ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এবং বলা হয়েছে ভূমি জটিলতা নিরসণ না করে কাজ করা যাবে না।

মেহেরপুরে ২ দোকানে ৫৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

মেয়াদ উত্তীর্ণ মালামাল বিক্রি ও সংরক্ষণ করার অপরাধে ২ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মালিকের নিকট থেকে ৫৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) দুপুরে জেলা প্রশাসন ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জেলা শাখা যৌথভাবে মেহেরপুর শহরে বড়বাজার এবং হোটেল বাজারে এই ভ্রাম্যমান অভিযান চালান।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদের নেতৃত্বে শহরের বড় বাজার এলাকার সন্তোষ বীজ ও খাদ্য ভান্ডারে অভিযান চালান। মেয়াদ উত্তীর্ণ মালামাল বিক্রিও সংরক্ষণ করার অপরাধে সন্তোষ বীজ ও খাদ্য ভান্ডারের মালিক রিপন কুমার সাহার নিকট থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৫১ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এর আগে শহরের হোটেল বাজারের রিতা স্টোরের মালিক শাহিনের নিকট থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৪৫ ধারায় ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবির হোসেন ও মোঃ সাজেদুল ইসলাম অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম ও পুলিশের একটি টিম।

মেহেরপুরে ডিমের আড়তে ভোক্তার হানা, তিনটি দোকানে জরিমানা

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা শহরের চারটি দোকানে অভিযান চালিয়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

আজ বুধবার (৩ জুলাই) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ এই অভিযান পরিচালিত হয়।

জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, মেহেরপুর জেলা শহরের বড়বাজার এলাকার মেসার্স শাহিন পোল্ট্রি ফিড নামক একটি ডিম বিক্রি প্রতিষ্ঠানকে ডিম বিক্রির পাকা ভাউচার না দেওয়া ও ডিমের মুল্যতালিকা ঝুলিয়ে না রাখার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৪৫ ধারায় ৩ হাজার টাকা, মেসার্স শুভ পোল্ট্রি ফিড নামক ডিমের আড়তে পাকা ভাউচার প্রদান না করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পোল্ট্রি ঔষধ সংরক্ষণ করে বিক্রি করার অপরাধে একই আইনের ৪৫ ও ৫১ ধারায় ৪ হাজার টাকা ও মেসার্স মিকাইল ট্রেডার্সকে মেয়াদ উত্তীর্ণ গো-খাদ্য বিক্রি ও অস্বাস্থ্যকরভাবে গো-খাদ্যের সাথে ভেজাল গুড় বিক্রির অপরাধে ৪৩ ও ৫১ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে সহযোগিতা করেন, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: আব্দুর রাজ্জাক, সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম এবং মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম।

অভিযানে বিশেষ করে ডিমের আড়ত, ফিড, মাছ, সবজি ও মুদি দোকানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

সরকারি আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনা, পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন ও ক্রয় বিক্রির ভাউচার সংরক্ষণ করা এবং অতিরিক্ত দাম নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়।

ধানের জাত না চেনায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে মিল মালিকদের চিঠি

ধানের জাত ঠিকমতো না চেনায় কুষ্টিয়ার খাজানগরের চালকল মালিকরা ধানের জাত ও জাতের নমুনা চেয়ে কুষ্টিয়া কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে চিঠি দিয়েছে কুষ্টিয়ার অটো রাইস মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

গতকাল রোববার (৩০ জুন) কুষ্টিয়ার সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার দপ্তরে এ চিঠি দেওয়া হয়।

চিঠিতে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সভাপতি ওমর ফারুক উল্লেখ করেন, চালের বস্তার গায়ে ধানের জাত লিখতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রাইস মিল (চালকল) মালিকদের। এজন্য সরকারের তালিকাভুক্ত ধানের জাতের নাম ও নমুনা সরবরাহের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

ওমর ফারুক জানান, সরকার বলছে, মিনিকেট বলে কোনো ধান নেই। কিন্তু আমরা এ নামে ধান কিনছি কৃষকদের কাছ থেকে। তাহলে ওই ধানের ক্ষেত্রে বস্তায় কি লিখব, তা জানার জন্যই এ চিঠি দেওয়া হয়েছে।

গত ১৪ এপ্রিল থেকে চালের বস্তায় ধানের জাত, মিলের ঠিকানা ও দাম লেখা বাধ্যতামূলক করা হলেও এখনও হাট-বাজার ও আড়তে কার্যকর হয়নি সরকারি সেই নির্দেশনা। বিক্রেতারা বলছেন, মিল মালিকদের কাছ থেকে নির্দেশনাযুক্ত চালের বস্তা হাতে পাননি তারা।

কুষ্টিয়ার সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা সুজাত হোসেন খান জানান, অন্য জাতের ধান থেকে মিনিকেট নামে চাল বাজারজাত করে লাভবান হন মিল মালিকরা। তাই তারা এসব চিঠি দিচ্ছেন। চিঠিটি ঊর্ধ্বতন মহলে পাঠানো হয়েছে। নির্দেশনা এলে, তা বাস্তবায়ন করা হবে।

জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজা জানান, সরকার অনুমোদিত জাতের ধান ছাড়া অন্য নামে যেমন মিনিকেট নামে চাল বাজারজাত করার সুযোগ নেই। করতে দেওয়া হবে না।

কুষ্টিয়ার খাজানগরে ৫০টির মতো অটোমেটিক রাইস মিল থেকে সারাদেশের সরু চালের সিংহভাগ সরবরাহ করা হয়। ধানের জাত যেটাই হোক, এখান থেকে মিনিকেট নামের চালই বেশি সরবরাহ হয়ে থাকে। মিনিকেট চালের চাহিদা বেশি থাকায় বাজার চড়ে যায়। এ কারণেই সরকার

সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিপত্র জারি করেছে যে চালের বস্তার গায়ে ধানের জাতের নাম ও চালের দাম লিখে দিতে হবে। আড়াই মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও অধিকাংশ মিল মালিক বস্তার গায়ে এসব তথ্য লিখছেন না।

অপরদিকে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কুষ্টিয়ার বেশিরভাগ কৃষকই তাদের ধানের জাতের নাম উল্লেখ করেই বিক্রি করেন। এছাড়া কৃষি বিভাগও ধানের জাত উল্লেখ করেই বীজ বিতরণ ও প্রণোদনা দিয়ে থাকে। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী উৎপাদিত ধানের জাত উল্লেখ থাকে। তবে মিলাররা এসব ধানকে সরু করে মিনিকেট বলে বিক্রি করেন। জাত উল্লেখ করে বিক্রি করলে মিলারদের মিনিকেটের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে তারা এমনটা করছেন।

এছাড়া অদৃশ্য কারণেই কুষ্টিয়ার চালকল মালিকরা প্রশাসনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে দিনের পর দিন মিনিকেট নামে চাল বাজারজাত করে আসছেন। এর মধ্যে জাত না চেনার এ চিঠি তথ্য গোপন করে মিনিকেট বাজারজাত ও সরকারি নির্দেশনা অমান্যের জন্য কালক্ষেপণ মাত্র-এমনটাই মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

আলমডাঙ্গায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি, বেকারি মালিককে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি ও বিপণন করায় একটি বেকারির মালিককে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার পৌর শহরে চুয়াডাঙ্গা জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, পৌর শহরের আনন্দধামে অবস্থিত মুসলিম নামে ঐ বেকারিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি ও নোংরা পরিবেশে

বেকারি পণ্য তৈরি, কেক, পাউরুটিসহ বিভিন্ন পণ্যে মেয়াদ মুল্য ইত্যাদি না দেয়া, কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা, খাবারে নিষিদ্ধ উপাদান ব্যবহার সহ বিভিন্ন অনিয়মের কারণে মালিককে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

অভিযান চলাকালীন উপস্থিত ছিলেন পৌর স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মাহফুজুর রহমান ও আলমডাঙ্গা থানাপুলিশের একটি টিম।

মেহেরপুরে আরমান বীজ ভান্ডারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে অবৈধ ও মানহীন ধান বীজ বিক্রির অভিযোগে আরমান বীজ ভান্ডারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। এ সময় এক ট্রাক বীজ জব্দ করা হয়। কোন অনুমোদন না থাকায় ধ্বংশ করার নির্দেশ দেওয়া হয় ৭শ ৩০ প্যাকেট লাল স্বর্ণ জাতের বীজ।

গতকাল শনিবার রাতে সদর উপজেলার রাজরনগর গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করে সদর থানা পুলিশের আকেটি দল।

ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী নাজিব হাসান জানান, রাজনরগর গ্রামের আরমান বীজ ভান্ডার থেকে ধানের বিভিন্ন জাতের বীজ বরিশালের বিক্রির জন্য ট্রাকযোগে নেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে এরমধ্যে কিছু বীজের কোন অনুমোদন নেয়, বেশিরভাগ বীজ মানহীন। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি মিয়ার নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল সেখানে অভিযানে যায়। জব্দ করা হয় এক ট্রাক বীজ। এদের মধ্যে অনুমোদনহীন লাল স্বর্ণ জাতের বীজ রয়েছে ১০ কেজি করে ৭৩০ বস্তা, এছাড়াও রয়েছে ব্রী ধান ৮৭, বি.আর ১০, বি.আর ১১ এর এক হাজার ৬শ বস্তা। পরে খবর

দেওয়া হয় জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার রঞ্জন কুমার প্রামানিক।

ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে অবৈধভাবে ভারতীয় লাল স্বর্ণ জাতের বীজ উৎপাদনের দায়ে বীজ আইনে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় আরমান আলীকে। নির্দেশ দেওয়া হয় ৭শ ৩০ বস্তা ভারতীয় লাল স্বর্ণ জাতের বীজ ধ্বংশ অথবা প্রাণি খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য। এছাড়াও বাকি বীজগুলো ট্রাক সহ জব্দ দেখানো হয়। সেখান থেকে নমুণা সংগ্রহ করে পাঠানো হবে ঢাকার কেন্দ্রীয় বীজ পরিক্ষগারে। সেখানে ফলাফল মানসম্মত হলে আরমান বীজ ভান্ডারের মালিককে বীজ ফেরত দেওয়া হবে। আর ফলাফল মানসম্মত না হলে বাকি বীজগুলোপ্রাণি খাদ্য ও ধ্বংশ করার নির্দেশ দেওয়া হবে।

মেহেরপুরে দোকানের তালার সাথে ককটেল মোড়ানো ব্যাগ

দোকানের সার্টারের তালার সাথে বাজার করা ব্যাগের মধ্যে দুটি ককটেল রেখে গেছে দূর্বৃত্তরা। পরে সদর থানা পুলিশ খবর পেয়ে ককটেল দুটি উদ্ধার করেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার সোনাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে ফরজ আলীর দোকানের সার্টারের তালার সাথে ককটেল দুটি রাখার ঘটনা ঘটে।

আজ রবিবার (১৬ জুন) সকালের দিকে ফরজ আলী তার দোকানে এসে ব্যাগের মধ্যে ককটেল দুটি দেখে স্থানীয় ইউপি সদস্য বিপ্লব হোসেনকে খবর দেন। ইউপি মেম্বর বিপ্লব হোসেন ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যাগের মধ্যে

রাখা ককটেল দুটি দেখে পুলিশকে খবর দেন।

পরে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল থেকে বোমা সাদৃশ্য বস্তুু দুটি উদ্ধার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি সিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, কি কারনে ককটেল তুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে রেখেছে এখনো তা বোঝা যাচ্ছে না। পুলিশ বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে।